দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 AUG 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি

ডিসিসি থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে আবেদন করলেই অনুমোদন

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন কোর্স স্বীকৃতি নিয়ে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে চলছে ঘুষ বাণিজ্য। বিভিন্ন হারে ঘুষের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান ও কোর্স অনুমোদন নিচ্ছেন প্রতিষ্ঠান মালিকরা। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে আবেদন করলেই অনুমোদন। নিয়ম নীতিমালার প্রয়োজন নেই, ঘুষ দিলেই চলে। এভাবে বছরের পর বছর চলছে শিক্ষার নামে বাণিজ্য। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছে অদক্ষ জনশক্তি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের একটি সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই গ্রুপের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন প্রেষণে নিয়োগ পাওয়া চেয়ারম্যানও। চেয়ারম্যানরা এই চক্রটিকে ভাঙতে পারেননি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এই চক্রের সাথে জড়িত। যেসব প্রতিষ্ঠান নীতিমালা না মেনে শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, ঘুষ দিলেই তাদের পক্ষে সুপারিশ লিখে দেয়া হয়।

দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার কোর্সসহ চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন (১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের

(২০শ পৃঃ পর)

ভোকেশনাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন [illegible] নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে চালুর [illegible] দেয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিমালা না মেনেই চালু করে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই চালু হচ্ছে চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে বের হচ্ছে অদক্ষ জনশক্তি। এক্ষেত্রে অর্থের ও অন্যায় সুযোগ করে দিচ্ছে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। তারা বিভিন্ন হারে ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন পাইয়ে দেন।

বর্তমানে সারা দেশে ১২৯টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৮৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ৪১টি মেডিক্যাল টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি ১টি প্রতিষ্ঠানও বোর্ডের নীতিমালা না মেনে শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় গড়ে উঠেছে [illegible] কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোশাররফ হোসেনের নিকট আত্মীয় হওয়ায় নানা অনিয়ম ও বোর্ডের নিয়ম না মেনেই চালিয়েছিল চারটি কোর্স। বর্তমানে কিছু অবকাঠামো বাড়ালেও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার ৬০ ভাগই মানছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বোর্ডের সাথে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নীতিমালা না মেনেই কোর্স চালানো হচ্ছে। মিরপুরে [illegible] ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজী বোর্ড অনুমোদিত নীতিমালার ৬০ ভাগ পূরণ না করেই ছয়টি কোর্স পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দাবি দেশের কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটিই সবচেয়ে বেশি শর্ত পালন করছে। এভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিয়মের তোয়াক্কা না করে বোর্ডের সাথে যোগসাজশে শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে আসছে।

সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এইচএসসি [illegible] পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। ফল প্রকাশ হলে রাজশাহীর এক পরীক্ষার্থী তার খাতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে গিয়ে আবেদন করে। এসময় বোর্ডের এক কর্মচারি উক্ত পরীক্ষার্থীকে জানায়, ১০ হাজার টাকা দিলে খাতার নম্বর বাড়িয়ে দেয়া হবে। এর পর উক্ত পরীক্ষার্থী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জানায়।

রাজধানীর একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক ইত্তেফাককে জানিয়েছে, বোর্ডের নীতিমালা মেনে চলতে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বোর্ডের [illegible] বিভিন্ন হারে ঘুষ দিলেই কোর্স অনুমোদন পাওয়া যায়। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের বিষয়েও এ চক্রটি জড়িত। বিভিন্ন শিক্ষকের সাথে যোগসাজশে এরা খাতা [illegible] প্রভাব বিস্তার করে। বোর্ডের কারিকুলাম ও সার্টিফিকেট শাখায় বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় বলে জানা গেছে।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এই সিন্ডিকেটের কাছে চেয়ারম্যানরাও অসহায়। সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাইচন্দ্র সূত্রধর বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে সিন্ডিকেট চক্র ভাঙতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বোর্ডের এক কর্মচারি জানান, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের কর্মচারিদের ইউনিয়ন বেশ শক্তিশালী। বোর্ডের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডারে এরা জড়িত থাকেন।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ইত্তেফাককে বলেন, বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারি অনিয়মের সাথে জড়িত রয়েছে এমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি বলেন।